জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ।০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶১০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ।

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা হাতে ১৷৷০ টাকা। নগদ মূল্য ৵০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

মূল্য ছয় পয়সা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

৩৮শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ—২৪শে পৌষ বুধবার ১৩৫৮ ইংরাজী 9th Jan. 1952 | ৩৩শ সংখ্যা

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

জীবনযাত্রার পাথেয়

আমাদের গৃহ-সংসার কত আশা ও উৎসাহ, কত শান্তি ও সুখের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী। বাপ মায়ের সে স্বপ্ন রূঢ় বাস্তবের আঘাতে ভেঙ্গে যাওয়া অসম্ভব নয়, তাই নিজের জন্যও যেমন তাঁদের দুশ্চিন্তা, ছেলে-মেয়ে ও আত্মীয়-পরিজনের জন্যও তেমনি তাঁদের উদ্বেগ ও আশঙ্কা—কি উপায়ে তাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী সংস্থান করে রাখা যায়? হিন্দুস্থানের বীমাপত্র সেই সংস্থানের উপায় স্বরূপ—প্রত্যেকের আর্থিক সঙ্গতি ও বিভিন্ন প্রয়োজন অনুযায়ী নানাবিধ বীমাপত্রের ব্যবস্থা আছে।

জীবনযাত্রার অনিশ্চিত পথে
জীবন বীমা মানুষের
প্রধান পাথেয়।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস

৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৪শে পৌষ বুধবার সন ১৩৫৮ সাল।

"জিতিলে পৌরুষ নাই হারিলে অযশ"

ভারতের প্রধান মন্ত্রী নেহেরুজী ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতির আসন দখল করিবার জন্য আগেকার সভাপতি ট্যাণ্ডনজীকে আসনচ্যুত করিবার যে সব ফন্দী ও আবদার করিয়াছিলেন, তাহার আলোচনা করিয়া অনেক রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি বলিতেছেন যে কংগ্রেস সরকারের একদলীয় শাসন বাহাল রাখাই তাঁহার প্রধান মতলব। কংগ্রেসকে তিনি দুর্নীতিমুক্ত করিবার যে আশা দিয়াছিলেন, সে আশার মিয়াদ বাড়াইয়া এই নির্ব্বাচনে কংগ্রেস পক্ষে ভোট দিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়া নেহেরুজী এখন বলিতেছেন নির্ব্বাচনের পর তিনি সে কাজে হাত দিবেন। এখন আপাততঃ এই দুর্নীতি দোষদুষ্ট কংগ্রেসেরই পূজা সকলে করুক।

এক আনাড়ী কারিগর এক কার্ত্তিকের মূর্ত্তি গঠন করিল। যখন সকলে মূর্ত্তি দেখিয়া বলিল কার্ত্তিকের মূর্ত্তি এমন কিম্ভুতকিমাকার হইল কেন? চোক টেড়া, নাক বাঁকা, কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্তের মত কান, ছিঃ এই কার্ত্তিক কি পূজো করা যায়? কোন্ আহাম্মুক এই মূর্ত্তি গড়েছে? তখন কারিগর স্পর্দ্ধা করিয়া বলিল—আরে মশায়! বক বক করছেন কেন সব? দেখবেন বিসর্জ্জনের পর সব সেরে যাবে। আমাদের দুর্নীতি দূরীকরণে অক্ষম বাক্-সর্ব্বস্ব প্রধান মন্ত্রী মহাশয়ও সেই কারিগরের মত খুঁতো কংগ্রেসকে "বাহবা কি বাহবা" করিয়া ফেলিবেন নির্ব্বাচনের পর, নির্ব্বাচিত অসাধুবৃন্দ যখন গদীতে বসিয়া গোঁপে তা দিয়া ক্ষমতার অহঙ্কারে স্ফীত হইবে তখন। তারপর কালাবাজারীদের ফাঁসি দেওয়ার মত নানা ওজর করিয়া এড়াইয়া চলিবেন। আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রধান মন্ত্রী মহাশয়ের এ-বেলার বক্তৃতার সঙ্গে ও-বেলার বক্তৃতার মিল থাকে না। যে নেহেরুজী স্বাধীনতা সংগ্রামে অগ্নিযুগের প্রথম যোধ যিনি হাসিতে হাসিতে ফাঁসীতে আত্মদান করিয়াছিলেন সেই ত্যাগীশ্রেষ্ঠ বঙ্গসন্তান ক্ষুদিরামের মজঃফরপুরে ব্রোঞ্জ মূর্ত্তির আবরণ উন্মোচন করিবার অনুরোধ উপেক্ষা করিয়াছিলেন এই বলিয়া—যে ক্ষুদিরাম সশস্ত্র বিপ্লবী আর গান্ধী শিষ্য তিনি অহিংস সেই জন্য তিনি এই কুকার্য্য করিয়া নিজেদের ব্রত ভঙ্গ করিবেন না। সেই নেহেরু এবারে ভোট ভিক্ষায় আসিয়া বাঙলার অন্যতম মন্ত্রী শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়ের নির্ব্বাচন স্থল বজবজে কোমাগাটামারুর বীর শহীদদের শ্রদ্ধা দেখাইবার ছলে তাঁহাদের উদ্দেশে নির্ম্মিত শহীদ বেদীর আবরণ উন্মোচন করিয়া তাঁহার অহিংস ব্রত কলঙ্কিত করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। "কোমাগাটামারু" একটী জাহাজের নাম। দেশে ও বিদেশে ইংরাজের শাসন ব্যবস্থাকে উৎখাত করিবার জন্য সশস্ত্র বৈপ্লবিক সংগ্রামে অগ্নিযুগের বীর লালা হরদয়াল এবং তাঁহার "গদর" পার্টির যে অবদান ছিল, তাহা স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। কোমাগাটামারুর বীর শহীদেরা লালা হরদয়াল এবং "গদর" পার্টির নেতৃত্বকে স্বীকার করিয়া লইয়া ভারতের মাটিতে পদার্পণ করিতেছিলেন। ইংরাজের হুকুম ও কর্ত্তৃত্ব মানিতে অস্বীকার করিয়া বজবজের মাটিতে তাঁহারা শুরু করেন ইংরাজের সহিত সশস্ত্র সংঘর্ষ। ইঁহারা অহিংস ছিলেন না নিশ্চয়ই। "গদর" পার্টির গানের ধুয়া আমাদের এখনও মনে আছে—

"হে মর্দ্দানো! জঙ্গী যোয়ানো!
জলদী লো হাতিয়ার!"

"গরজে গয়লা ঢেলা বয়।" গোয়ালাদের একখানি দই এর হাঁড়ি নিয়ে যেতে যেমন ভারকেন্দ্র ঠিক রাখার জন্য বাঁকের অন্যদিকে সেই ওজনের ঢেলা দিয়া তাহাও বহিতে বাধ্য হয়। শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়ের ভোটের স্থান বজবজে অহিংস বীর নেহেরুজী সহিংসদের শহীদ বেদী আবরণ উন্মোচন করিয়া অহিংস ব্রত ভঙ্গ করিতেও ইতস্ততঃ করিলেন না। নেহেরুজীর কার্য্যে এই ক্ষুদিরাম ও কোমাগাটামারুর তুলনা একটী অসামঞ্জস্যের জলন্ত দৃষ্টান্ত।

গুজব না সত্য

পশ্চিম বঙ্গে ভোট গ্রহণ আরম্ভের প্রথম দিনেই ভাত কাপড়ের মন্ত্রীদ্বয়ের নির্ব্বাচন আরম্ভ হয় আরামবাগ-খানাকুল এবং মেদিনীপুর পটাশপুর কেন্দ্রে। শোনা যাইতেছে কংগ্রেসের দশা বড় আশাপ্রদ নয়। খবরের কাগজেও বাহির হইয়াছে আরামবাগ-খানাকুলের কয়েকটী ভোটগ্রহণ স্থলে অকংগ্রেসীদের সিল কাড়িয়া লইয়াছে গুণ্ডারা। মাঠে কংগ্রেসবিরোধী প্রার্থীর উপর জুলুম করিয়া তাহারা যে সিল তাহাদের বাক্সে মারিয়া তাহা সঙ্গে লইয়া বাড়ী ফিরিতেছিল তাহাও কাড়িয়া লইয়াছে। আবার শোনা যাইতেছে যে কংগ্রেসী প্রার্থীর একটী বাক্স ভাঙা।

এ রকম গুজব সরকারের পক্ষে খুব বাহাদুরীর কথা নয়। আবার শোনা যাইতেছে প্রার্থীর নিজ বিভাগের কর্ম্মচারীদের এই সব ভোটকেন্দ্রে কার্য্য পরিচালনার জন্য নিয়োগ করা হইয়াছিল। জহরলালজীর সাধের কংগ্রেস দল যদি জয়ীও হয় তবে দুর্নীতিযুক্ত কংগ্রেস দুর্নীতিমুক্ত না হইয়াই যুদ্ধে ব্রতী হইয়াছে। কাজেই চুরি করুক আর নাই করুক পুলিশ দাগীদের ধরিয়া সন্দেহে ঠেঙাইতে হুকদার।

অন্যান্য প্রদেশে ভোট গ্রহণের পরই সঙ্গে সঙ্গে গণনা ও ফল প্রকাশ হইতেছে। এখানে লম্বা লম্বা দিন ফেলা দেখিয়াও সন্দেহের অবকাশ পাওয়া যায়। রাজশক্তিমান কংগ্রেস যদি এমনিভাবে কার্য্যপরিচালনা করিয়া বিপক্ষকে হারাইতে পারে তাহা হইলে নিন্দার চরম হইবে। ইহাতে "জিতিলে পৌরুষ নাই হারিলে অযশ।"

নাম পরিবর্ত্তন

অদ্য হইতে আমার নাম মোহাম্মদ সোনারদী পরিবর্ত্তন করিয়া সাইফুদ্দিন আহ্‌মেদ নাম রাখা হইল। পিতা উমেদ আলি বিশ্বাস সাং মারকোল পোঃ দয়ারামপুর, থানা রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ।

ঘাটের কথা

ঘোষ গিন্নি—দিদি, ভোটের বক্তৃতা শুন্‌ছো! যখন গদী পাবে তখন এ মূর্ত্তি আর এ বুলি থাকবে না।

সেন গিন্নি—কাকে ভোট দিবি ভাই ?

ঘোষ—বাড়ীতে উনি বলছিলেন—যাদের রাজ্যে আছি তাদেরই দিব। কংগ্রেস রাজা। রাজার মান করতেই হবে।

সেন—আ মলো! ঘরের লক্ষ্মী ধান—সে ধান যারা জোর ক'রে তাদের ইচ্ছামত দরে বেচতে বাধ্য করে, তাদের ভোট দিতে হয়! ওদের জুলুম চার বৎসর সহ্য করেছি। আর নয়। শেয়াল কুকুরকে দিব তো ওদের দিব না। বক্তৃতায় মেয়ে মানুষকে গুলি ক'রে মারা, কুচবিহারে ছোট্ট ছোট্ট ছেলে মেয়ে মারা শুনিস্ নি।

ঘোষ—ঠিক বলেছ দিদি! ওদের কি ছেলে মেয়ে নাই যে অত নিষ্ঠুর কাজ করতে প্রাণে লাগে না। মেয়ে ছেলেতে কি ওদের রাজ্য কেড়ে নিত ?

সেন—ওরে চারটে মন্ত্রী বিয়ে করে নি তারাই নাকি বড় মন্ত্রী। ওদের হুকুমে গুলি চলে। যে সবার চেয়ে বড় মন্ত্রী তার পেশা জানিস্? লোকের বিপদেই ওর সম্পদ। উনি কি জানিস্।

তোমার ছেলে ব্যারাম আছে
আমার কি আর তাতে,
দর্শনীটা নগদ নগদ
দিতে হবে হাতে।

ঘোষ—অত টাকা নিয়ে তবে কি করে। আমাদের ধান ধরার মত ওদের টাকা ধরা আইন হয় না। দিদি আজ বাড়ীর কর্ত্তাকে বলবো, খোকার দিব্বি দিব যাতে এই সব দুস্‌মনের বল না বাড়ে, তাই ভেবে ভোট দিতে। "ভাত দিবার সোয়ামি নয় কিল মারবার গোসাঁই!

অভিনয়

গত ইংরাজি ২৩-১২-৫১ তারিখে জোতকমল বয়স্ক শিক্ষা-কেন্দ্রের ছাত্রবৃন্দের উদ্যোগে ও সহযোগিতায় উক্ত কেন্দ্র-প্রাঙ্গণে ওসমানপুর মিলনী ক্লাব পরশুরাম নাটক সাফল্যের সহিত রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করে। প্রথমতঃ বেলা ৪ ঘটিকায় জঙ্গিপুর নিবাসী খ্যাতনামা কীর্ত্তনীয়া শ্রীদুঃখভঞ্জন সান্যাল মহাশয় লীলাকীর্ত্তন করেন। শিক্ষা-কেন্দ্রের কমিটী কর্ত্তৃক জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, সোস্যাল অফিসার প্রভৃতি অফিসারবৃন্দ ও স্থানীয় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি আহূত হন।

খাদ্যশস্য নিয়ন্ত্রণ আদেশ অনুসারে প্রদত্ত লাইসেন্সের 'ফি'র নতুন হার

১৯৫১ সনের খাদ্যশস্য নিয়ন্ত্রণ আদেশ অনুসারে প্রদত্ত লাইসেন্সগুলির 'ফি'র হার পরিবর্ত্তন করিয়া নিম্নলিখিতরূপ করা হইয়াছে। এই ফি নন-জুডিসিয়াল ষ্ট্যাম্পে দিতে হইবে: (ক) চাল ও ধান ব্যবসায়ীর এ ফর্ম্মের পুরাতন লাইসেন্স বদলাইবার বা নতুন লাইসেন্স লইবার জন্য ২০৲ টাকা, (খ) ধান ও চাল ছাড়া 'এ' (১) ফর্ম্মের অন্যান্য খাদ্য-শস্য ব্যবসায়ীর পুরাতন লাইসেন্স বদলাইবার বা নতুন লাইসেন্স লইবার জন্য ৫৲ টাকা, (গ) 'এ' (২) ফর্ম্মে বড় খাদ্য উৎপাদকের পুরাতন লাইসেন্স বদলাইবার বা নতুন লাইসেন্স লইবার জন্য ১৲ টাকা; এবং (ঘ) 'এ' (৩) ফর্ম্মে বাহকদের পুরাতন লাইসেন্স বদলাইবার বা নতুন লাইসেন্স লইবার জন্য ৫৲ টাকা।

(সরকারী বিজ্ঞপ্তি)

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ২৫শে জানুয়ারী ১৯৫২

১৯৫১ সালের ডিক্রীজারী

৫৩৫ খাং ডিঃ বিবি সায়েরা খাতুন দেং ধ্বজেন্দ্রকুমার সিংহ দাবি ২২৷৵৩ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে কানুপুর ১৭ শতকের কাত ২।০ নিজাংশে ১৵১৯৷০ আঃ ৫৲

৫৩৬ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ২৭৸৯ মৌজাদি ঐ ১৬৫ শতকের কাত ৫৲ নিজাংশে ২৷৵৩।০ আঃ ৭৲

৫৯১ খাং ডিঃ বিবি দেল আফরোজ খাতুন দেং খগেশ্বর মণ্ডল দাবি ১৮।৵৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে পিরোজপুর ৪৪ শতকের কাত জমির শস্যের অর্দ্ধেক আঃ ১০৲ খং ৪১২

৩৪৮ খাং ডিঃ লুটবিহারী দত্ত দেং আমানত সেখ দিং দাবি ১৯৸৩ থানা সুতী মৌজে খাঁপুর ২৸৩।০ জমির কাত ৩৸৵২ আঃ ২৲

৩৪৯ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১৬৸৬ মৌজাদি ঐ ১৸০ জমির কাত ১৷৵০ আঃ ২৲

২২ মনি ডিঃ মহিমারঞ্জন দাস দিং দেং অভিমন্যু দাস দাবি ৮৭৷৵০ থানা সুতী মৌজে চাঁদপুর ৩০ শতকের কাত ১৵০ আঃ ১০৲ খং ৩৩ রায়ত স্থিতিবান

৩৭ মনি ডিঃ তামসুরুদ্দিন মণ্ডল দেং জোবেদ সেখ দাবি ৭৮৵০ থানা সুতী মৌজে বাহাগলপুর ২৭ শতকের কাত ৷৵০ আঃ ১০৲ খং ৩৩ রায়ত স্থিতিবান

৪১ মনি ডিঃ ফুলচাঁদ শেঠি দিং দেং বগলাচরণ সেন ভেইয়া দাবি ১১৫৬৷৵০ থানা সুতী মৌজে ভাবকী ৭-১৭ শতকের কাত ১৫৸৫ তন্মধ্যে এক চতুর্থাংশের কাত হারাহারি মতে ৩৸৵১।০ আঃ ৪০০৲ খং ৮০

৪৫ মনি ডিঃ পঙ্কজকুমার রায় দেং বন্যেশ্বর দত্ত দিং দাবি ২১৮৷৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে উত্তর রমণা ২০০ শতকের কাত ১৯৷১ (রেকর্ডভুক্ত জমা ১৬৸৵০) তন্মধ্যে দেন্দারগণের দখলীয় ½ অংশে ১-৩৪ শতকের কাত হারাহারি মতে ১৩৲ আঃ ৫০৲ খং ৪৯২ রায়ত স্থিতিবান ২নং লাট মৌজাদি ঐ ৮৭ শতকের কাত ৩৷৵০ আঃ ২৫৲ ঐ স্বত্ব ৩নং লাট মৌজাদি ঐ ১১-৮৫ শতকের কাত ৩৩।০ তন্মধ্যে দেন্দারগণের দখলীয় ½ অংশে ৭-৯০ শতকের কাত হারাহারি মতে ২২৸৮ আঃ ১০০৲ ঐ স্বত্ব

৪৫ মর্গেজ ডিঃ ভৌরীলাল সেরাওগী দেং অনিলকুমার সাহা ওরফে তেনু সাহা দিং দাবি ২৭৩৷৵০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে জঙ্গিপুর ৫ শতক মধ্যে ২৷০ শতকের কাত ৮।০ আঃ ৫০৲ খং ১৭৬৮ ও ১৭০৯ স্বত্ব দখলীকার বসত তদুপরিস্থিত পোক্তা পূর্ব্বদ্বারী দোকান ঘর ও তৎসংলগ্ন টীনের বারান্দা ও পাকা ২ কুঠরী ইমারত, পাকা পায়খানা ও আঙ্গিনার অর্দ্ধেক ও পশ্চিমদ্বারী রান্নাঘর ১ কুঠরী, আঙ্গিনা যাহার রাস্তা ও ইন্দারা ও বাটীর ও নর্দ্দমার জল নিকাশের জায়গা ও উপরের দোতালা ঘর পশ্চিমদ্বারী ১টী

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত